হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 11, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, November 2017

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোনো কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ব আছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (বাণী ও রচনা, ৮ম খঃ)

লন্ডনের হাউস অব্ কমন্স-এ বক্তব্য রাখলেন হিন্দু সংহতির প্রাণপুরুষ তপন ঘোষ

ইতিহাসের প্রথমবার বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের হিন্দুর সংকটের কথা তুলে ধরলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ তপন ঘোষ। তারপর সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে বিরাট তোলপাড়। তপন ঘোষকে যে সকল সংস্থা আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইংলন্ডের ইসলামের এজেন্টরা ও মুসলমান এম.পি.রা।

গত ১৮ই অক্টোবর লন্ডনের হাউস অব্ কমন্স-এ এক আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। এই অনুষ্ঠানটির যৌথভাবে আয়োজন করেছিল হিন্দু ফোরাম অফ বৃটেন এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ হিন্দু টেম্পলস (NCHTUK)। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের শাসকদলের এমপি বব ব্লাকমান। আলোচনার বিষয় ছিল 'Tolerating the Intolerant'। তপন ঘোষ মহাশয় তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাঙালি হিন্দুর সহিষ্ণু হবার ফলে আজ বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন—এ কথা ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''জমি দিয়ে দিলেই জিহাদি আগ্রাসন থেমে যাবে না। সেটা ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে কাশ্মীরের ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে। তৎকালীন নেতারা হয় অন্ধ ছিলেন বা ইচ্ছা করে আমাদেরকে সত্যটা বুঝতে দেননি। গান্ধার, সিন্ধ প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ একসময় যা আমাদের ছিল, তা আজ আর আমাদের নেই। কারণ আমরা সহিষ্ণু। আজ বাঙালি হিন্দু সহিষ্ণু হবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর অস্তিত্বই বিপন্ন।'' এছাড়াও তিনি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, ''দেশভাগের পর ৮১ শতাংশ হিন্দুর রাজ্যে আজ হিন্দু ৭০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, যদিও দেশভাগের পর প্রচুর সংখ্যক হিন্দু শরণার্থী বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। আর এটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে।'' তিনি বক্তব্যে গ্রামবাংলার সাধারণ হিন্দুরা যে জিহাদি মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত, সেকথা বলতে গিয়ে বলেন, ''আজ আপনারা পশ্চিমের দেশগুলি লস্কর-ই-তৈবা নিয়ে আতঙ্কিত। কিন্তু আমাদের গ্রামবাংলার সাধারণ হিন্দুরা কোনোদিন লস্কর নিয়ে চিন্তিত নয়। গ্রামে লস্কর জঙ্গি নেই, তবু তারা আতঙ্কিত ও ভীত, তাদের বাড়িঘর আক্রান্ত। আর নির্বাচনী গণতন্ত্রে ব্লক ভোটের লোভ এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। তাদের বাড়ির মেয়েদেরকে লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। আমি এটাকে ফ্রড জিহাদ বলতে চাই। কারণ, মুসলিম ছেলেরা হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঠকায়। আমি যখনই পশ্চিমী দেশগুলিতে আসি, তখনই আমি মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা শুনি। কিন্তু আমরা যেখানে বাস করি সেখানে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন। সেখানে মানবাধিকার নিয়ে ভাবাই বিলাসিতা।'' তিনি তাঁর বক্তব্যে ইসলামিক জঙ্গি

শেষাংশ ৮ পাতায়

কালীমন্দিরে গরুর মাংস ফেলল দুষ্কৃতিরা, এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি

কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের সরকারের হাটের কালীমন্দির। এলাকার হিন্দু জনসাধারণের কাছে খুব জাগ্রত মন্দির বলে পরিচিত। সেই মন্দিরে গত ১৪ অক্টোবর রাতে গরুর হাড়-মাংস ফেলে দিয়ে গেল দুষ্কৃতিরা। পরেরদিন ১৫ই অক্টোবর সকালে স্থানীয় হিন্দুদের নজরে পড়ায় এলাকায় মানুষেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা দল বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবার আগেই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় হিন্দুরা অভিযোগ করেছেন যে তাদের সন্দেহ এলাকার সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতি। পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসী জানতে পারে এলাকার কিছু মুসলিম যুবক এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয় রাজবংশী হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

এরফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল খলিসামারী, সরকারের হাট, গোসাইহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাধারণ হিন্দুরা মুসলিমদের বাড়ি, দোকানঘর ভাঙচুর করে, বেশি কয়েকটি মসজিদ ভেঙে দেয়। হিন্দুদের এই ক্ষোভের যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ বিগত কিছুদিন ধরেই কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মন্দির আক্রান্ত হচ্ছিল। প্রথমে সিতাই মোড়ের কালী প্রতিমা ভাঙচুর, তারপর গোসাইরহাটের কালী প্রতিমা ভাঙচুর এবং এবার সরকারের হাটের কালী মন্দিরে গরুর হাড় ফেলা। সন্দেহের তীর ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের দিকে। খবর জানাজানি হতেই সংঘর্ষ শুরু হয়। তবে যেখানে হিন্দুর সংখ্যা কম, সেখানে মুসলিমরা নিরীহ হিন্দুদের উপর আক্রমণ করেছে। শীতলকুচির বড়মরিচা এলাকা, এখানকার হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় মুসলিমরা। অনেক বাড়িতে লুটপাঠ চালায় মুসলিম জনতা। এর খবর পৌঁছতেই হিন্দুরা শীতলকুচি বাজারের পথ অবরোধ করে। তবে এখন এলাকাগুলিতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে, জারি রয়েছে ১৪৪ ধারাও। পুরো এলাকায় এখন আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে।

শেষাংশ ২ পাতায়

হাওড়ার আমতায় হিন্দু সংহতির বিশাল জনসভা। *(বিস্তারিত খবর পাঁচের পাতায়)*

বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মুসলিমদের হামলা

কালী প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূমের মুরারই থানার মহুরাপুর গ্রাম। এই ঘটনায় চারজন হিন্দু আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনকে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে রাতের দিকে পুলিশের উদ্যোগে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

পুলিশের অনুমতি নিয়ে গত ২২শে অক্টোবর বিকেলে কালী প্রতিমা নিরঞ্জন করছিলেন মহুরাপুর গ্রামের কালীপুজো কমিটির সদস্যরা। সেইসময়, এক সংখ্যালঘু মুসলিম যুবক পাশ দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুজো কমিটির সদস্যরা তাঁকে গাড়ি আস্তে চালাতে অনুরোধ করে। এ নিয়ে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, এরপর সেই মুসলিম বাইক আরোহী নিজের পাড়ায় গিয়ে মারধোরের মিথ্যা কথা বলে। সেই কথা শুনে ওই পাড়ার মুসলিম বাসিন্দারা লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুজো কমিটির সদস্যদের উপর চড়াও হয়। কমিটির সদস্যদের মারধোরের পাশাপাশি সাউন্ড বক্স ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত হন সুজয় মাল নামে এক যুবক। তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয়। লাঠির আঘাতে জখম আরও তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সুজয় বলে, ওরা আচমকা আমাদের উপর হামলা চালায়। কিছু বোঝার আগেই মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে। আমি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

এলাকা দখল

আমরা মুসলিম আমরা কোনো আইন মানি না। এদেশের আইন আমাদের জন্য নয়। আমাদের একটা আইন, মহান আল্লার আইন। শোনো মোমিন ভাইরা, কাফেরদের থেকে দূরে থাকবে না কখনো। কাফেরদের সঙ্গে মিশবে তোমরা। আর কাফেরদের মধ্যে দরদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। তো ভাইরা আমাদের কাছে এই ভারতের মাটি পবিত্র নয়, ওই আরবের মাটি, যেখানে মহান আল্লাহ পাকের বাণী নেমে এসেছিল, যেখানে হজরত নবীসাহেব ছিলেন, সেই মাটি আমাদের কাছে পবিত্র। আমরা সেখানে তো যেতে পারবো না, গিয়ে থাকতেও পারবো না। কিন্তু আমরা এই দেশটাকে তো আরব বানাতে পারি। আরব যদি না বানাতে পারি, তবে কম সে কম এটাকে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ একটা কিছু বানাতে হবে।

দেশটাকে আরব বা পাকিস্তান বানাতে হলে প্রথমে যেটা করতে হবে এলাকা দখল। সেটা কি ভাবে হবে? প্রধান প্রধান বাজার ও শহর সবই হিন্দুদের দখলে। আর আমাদের এতো পয়সা নেই যে আমার অনেক টাকা খরচ করে দোকানঘর কিনবো। তাই প্রথম কাজ হবে বাজারে দল বেঁধে গিয়ে আড্ডা মারা। তারপর স্থানীয় হিন্দু দোকানদারদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে হবে এবং তার দোকানের সামনে ভ্যান বা ঠেলাগাড়ি নিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি নিতে হবে। সবসময় খোঁজ রাখতে হবে যে কোনো হিন্দুর দোকান বিক্রি আছে কিনা বা ভাড়ায় পাওয়া যায় কিনা। আর যদি বাজারে কোনোরকম ঝামেলা বা গণ্ডগোল লাগে তাহলে সেখানে মাথা গলিয়ে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার জানান দিতে হবে। যখন দু-চারটে দোকান আমাদের মুসলিম ভাইদের দখলে আসবে, তখন যে কোনো একটা দোকান হবে মাংসের দোকান— মানে প্রথমদিকে অবশ্যই মুরগি বা খাসির মাংসের দোকান। সেই দোকান অবশ্যই যেন কোনো নামাজী ভাই চালায় এবং সেখান থেকে যেন হালাল মাংস বিক্রি হয়। তারপর যখন আমাদের ক্ষমতা বেশি হবে তখন সেই দোকানে গরু-মোষ ঝুলিয়ে বিক্রি করতে হবে, যাতে হিন্দুরা দু-বেলা যেতে আসতে দেখতে পায় তাদের প্রিয় গোমাতাকে কিভাবে কেটে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। হিন্দুরা যত তাদের গোমাতাকে ঝোলানো অবস্থায় দেখবে ততই তারা মন থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যদি হিন্দুরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে, তবে তোমরাও লড়াই-এর রাস্তায় যাবে। যদি হিন্দুদের সঙ্গে লড়াইতে পেরে না ওঠো, তবে গরু-মোষ বিক্রি বন্ধ করে মুরগির মাংস বিক্রি করবে। তবে পবিত্র জিহাদের কাজ চালিয়ে যাবে তোমরা। রাস্তার ধারের জমি দখল করবে, বোমাবাজি করে হিন্দুকে বাধ্য করবে জমি কম দামে বিক্রি করে দিতে। হিন্দুর বিরুদ্ধে কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবে না।

বাজারে নিজেদের ক্ষমতা বাড়লে হিন্দুদের দোকানে লুঠপাট চালাতে হবে। লুঠের মাল হলো গণিমতের মাল। তোমরা সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। তারপর দেখবে সুড়সুড় করে হিন্দুরা জমি-দোকান জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে। যাদের এসবে হবে না, ভয় দেখিয়ে বা টাকার লোভ দেখিয়ে সেইসব হিন্দুদেরকে দোকান বিক্রি করতে বাধ্য করতে হবে। তারপর হিন্দু মেয়েদেরকে টার্গেট করতে হবে। তাদেরকে বিয়ে করে আমাদের দ্বীনি ধর্মে আনতে হবে। একটা কথা মনে রাখো, তোমরা কখনো বাচ্চা নষ্ট করো না, কারণ ওটা মহাপাপ। তোমরা সন্তান নিতে থাকো, কারণ সন্তান দিচ্ছেন যিনি, তিনিই খাবার দেবেন।

তারপর আমাদের সব গুরুত্বপূর্ণ মোড়, স্টেশন দখল করতে হবে। ফাঁকা জমি দেখলে ওখানে চালাঘর বেঁধে প্রথমে একজন, তারপর সময়-সুযোগ বুঝে বাকিরা গিয়ে থাকতে শুরু করবে। যেখানে মোমিন ভাইদের সংখ্যা বেশি, সেখান থেকে তাদের ডেকে নেবে। মন্দিরের আশেপাশে ফাঁকা জায়গা দেখলেই দোকান করে বসে পড়তে হবে। কয়েকজন হয়ে পড়লেই একটা দোকানঘর থেকে ওখানে নামাজ পড়া শুরু করে দিতে হবে। প্রথমে মাইক লাগিয়ে আজান দিলে সমস্যা হতে পারে। পরে সময় সুযোগ বুঝে ওখানে একটা মাইক লাগিয়ে দিতে হবে। হিন্দুরা প্রথমে প্রতিবাদ করবে, কিন্তু যুক্তি দিতে হবে যে আমাদের ধর্মে এটা আছে। হিন্দুরা খুব যুক্তি শোনে কিনা। তারপর আজানের মাইক যেন চলে সময়মতো। আমাদেরকে এদেশের আকাশ-বাতাসের দখল নিতে হবে। প্রথমে আকাশ-বাতাস তারপর জমি-ঘর, তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু। তবে হিন্দুরা অনেকসময় প্রতিবাদ করবে, তাই কিছু হিন্দুর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা দরকার। সেইসব হিন্দুর সঙ্গে সবসময় ভাই-ভাই করবে। তাই যখন কোনো গণ্ডগোল লাগবে, তারাই তোমাদের পক্ষে এসে দাঁড়াবে। তারাই হিন্দুদেরকে বোঝাবে যে যা হয়েছে একটা মীমাংসা করে নেওয়া যাক। তারপরের কাজ হলো এলাকায় একটা মাদ্রাসা তৈরি করা। যদি করতে না পারো তবে বাইরের কোনো জায়গাতে যেখানে আমাদের সংখ্যা বেশি, সেখানকার মাদ্রাসাতে মাওলানা-মৌলবী শিখে আসবে। শিখে আসবে শুদ্ধ আজান দেওয়াটা। তারপর তারা গ্রামে ফিরে অন্যদের শেখাবে। আরো ভাল হয় গ্রামে যদি একটা খারিজী মাদ্রাসা বানানো যায়। মাদ্রাসাতে সব মোমিন ছেলেরা যেন আসে। তারা কোরান- হাদিশ শিখবে আজান দেওয়া শিখবে, তারা লুঙ্গি পরবে, মাথায় ফেজ পরবে। এইভাবে আমরা এগিয়ে যাবো। যখন আমরা হিন্দুর থেকে বেশি হয়ে যাবো, যখন আমাদের দাপট হয়ে যাবে, তখন হিন্দু দেবদেবীর নাম দেওয়া জায়গাগুলোর নাম পাল্টে ফেলতে হবে।মোড়ের নাম পাল্টে কারবালা মোড় করে দিতে হবে। বাজারের নাম পাল্টে পাকিস্তান বাজার করে দিতে হবে। আমরা তো আগেও করেছি, ভাইজানেরা মনে নেই আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গৌরদাহ-এর নামপালটে ঘুটিয়ারি শরীফ করেছি, হুগলি জেলার বালিয়া বাসন্তী পাল্টে ফুরফুরা শরীফ করেছি। তাছাড়া নতুন কোনো রাস্তা হলে নাম যেন মসজিদ লেন, বা কোনো মুসলিমের নামে যেন হয়। নতুন পাড়া গড়ে উঠলে নাম যেন হজরত পল্লী হয়। যত মনসা পুজোর মাঠ, রথের মেলার মাঠ, আগে সেখানে মহরমের খেলা করতে হবে। মহরমের খেলাতে অস্ত্র নিয়ে খেলতে হবে, হিন্দুরা তাদের বাড়ি ছোট ছোট ছেলেমেদের নিয়ে খেলা দেখতে আসবে। আর তার ফলে ছোট থেকে তাদের মনে ভয় ঢুকে যাবে। তারপর ওখানে ঈদ-এর নামাজ পড়তে হবে। ধীরে ধীরে ঐ জায়গার নাম পাল্টে ঈদগাহ ময়দান করে দিতে হবে। এইভাবে আমরা এই দেশটাকে আমাদের করে নেব—যেখানে সবই থাকবে আমাদের পায়ের তলায়।

১ম পাতার শেষাংশ

শোভাযাত্রায় মুসলিমদের হামলা

লুটিয়ে পড়ি। গ্রামের মানুষ আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে।”

এর প্রতিবাদে মহুরাপুর-শ্রীরামপুর রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি সাউন্ড বক্স ভাঙার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। খবর পেয়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জে বি থমাস ঘটনাস্থলে যান। পুলিশের মধ্যস্থতার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

মিনাখাঁয় শনি ঠাকুরের মূর্তি ভাঙায় অভিযুক্ত বাপ্পা মোল্লা গ্রেপ্তার

দুই দিনে চারটি থানার বিভিন্ন জায়গা ধরে চিরুণী তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার শনি ঠাকুরের বিগ্রহ ভাঙার প্রধান অভিযুক্ত। তার বাকি সঙ্গীরা পালিয়ে গিয়েছে। তাদের গ্রেফতারের জন্য ঘিরে রাখা হয়েছে পুরো এলাকা।

গত শনিবার, ২১শে অক্টোবর গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মিনাখাঁর ঝিকরা গ্রামের লালপোল পাড়ায় গ্রহরাজ মন্দিরের ভেতর ঢুকে বিগ্রহের মূর্তি ভেঙে দেওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। রবিবার দোষীদের গ্রেফতার ও নতুন বিগ্রহের দাবিতে ওই গ্রামের পথ অবরোধ করেন হিন্দু জনসাধারণ। এলাকাবাসীদের দাবি এটা পাশের চড়পাড়ার বাপ্পা মোল্লার কাজ। কারণ গত কয়েকদিন আগে দুর্গাপুজোর ব্যানার ছিঁড়েছিল এই বাপ্পা মোল্লা। শুধু তাই নয় ওই ব্যানার ছোঁড়ার সময় হাতেনাতে ধরতে গেলে ওই পাড়ার এক ব্যক্তিকে বেধড়ক ভাবে মারধোর করে ওই বাপ্পা মোল্লা। পরে পুলিশ বাপ্পা মোল্লাকে গ্রেপ্তার করার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ উঠে যায়। তারপর এলাকাবাসীদের দাবি মতো বাপ্পা মোল্লার খোঁজ চালায় পুলিশ। বাপ্পা মোল্লা যাতে এলাকার বাইরে যেতে না পারে তার জন্য পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় মিনাখাঁ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি, ন্যাজাট সহ বিশাল এলাকাকে। তারপর শুরুর হয় চিরুণী তল্লাশি। গত ২৩শে অক্টোবর গভীর রাতে বাপ্পা মোল্লা ও তার কয়েকজন সঙ্গী এলাকার বাইরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করে। পুলিশ সেই পরিকল্পনা গোপন সূত্রে জানতে পেরে রাতে হাসনাবাদ থানার ভেবিয়া শ্মশান থেকে একটি ওয়ান শটার দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড গুলি সহ বাপ্পা মোল্লাকে গ্রেফতার করে। আর তার বাকি সাগরেদরা পালিয়ে যায়। এই বাপ্পা মোল্লাকে গ্রেফতার করার পর ২৪শে অক্টোবর সকালে মিনাখাঁ থানা সংলগ্ন বামনপুকুর বাজারে এলাকাবাসী কলকাতা বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে বাপ্পা মোল্লার কঠিনতম শস্তির জন্য ও বাকিদের তাড়াতাড়ি গ্রেফতারের জন্য। পুলিশ অবরোধ তোলার জন্যে লাঠিচার্জ করে, এবং অবরোধকারীদের মধ্যে পনেরো জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের মারে একজনের মাথা ফেটে যায়। সে বর্তমানে গুরুতর অবস্থায় মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মগরাহাটে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার ১৩ জন হিন্দু

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট থানা বিখ্যাত হিন্দু নির্যাতনের জন্যে। এই মগরাহাট ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাইতো হিন্দুদের উপর নেমে আসে একের পর এক আক্রমণ। এবার ঘটনা মগরাহাট থানার অন্তর্গত হলুদবেড়িয়ার। গত ২৮শে অক্টোবর, শনিবার হলুদবেড়িয়া গ্রামের হিন্দুরা জগদ্ধাত্রী প্রতিমা আনছিল বাজনা বাজিয়ে নাচতে নাচতে। কিন্তু প্রতিমা নিয়ে আসার পথে হরিশংকরপুরের রাস্তায় একদল মুসলিম পথ আটকায় তাদের, বলে যে পাশেই মসজিদ আছে, তাই মাইক-বাজনা বন্ধ করে যেতে হবে। এই নিয়ে দুইপক্ষের বচসা শুরু হয়। কিছু মুসলমান জড়ো হয় ওখানে। শুরু হয়ে যায় দুইপক্ষের সংঘর্ষ। মুসলিমদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন হিন্দু আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মগরাহাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ পাহারা দিয়ে হলুদবেড়িয়া গ্রামে প্রতিমা দিয়ে আসে। পরে পুলিশ সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ১৩ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মুসলমানদের গ্রেপ্তারের কোন খবর পাওয়া যায়নি। বর্তমানে হলুদবেড়িয়া গ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপের সামনে পুলিশ পিকেট রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

কালীপূজার অনুষ্ঠানে আক্রমণ

বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৪নং হরেকৃষ্ণপুর ‘‘মা সুমিত্রা নবজীবন মিলন সংঘ” প্রতি বছরের মতো এবারও কালীপূজার আয়োজন করে। গত ২৪শে অক্টোবর ক্লাবের সদস্যরা আনুমানিক রাত ১২টা নাগাদ মাইকে গান চালিয়ে আনন্দ করছিল। অভিযোগ সেই সময় আবুল সালাম মোড়ল, আবু কাসেম মোড়ল, আবু কালাম মোড়ল, পিঙ্কু মোল্লা, আবুল মোল্লা সহ বেশ কয়েকজন মুসলিম যুবক ঘটনাস্থলে এসে মাইক বন্ধ করতে বলে। ক্লাবের সদস্যরা রাজি না হলে অভিযুক্তরা বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করতে করতে তাদের উপর চড়াও হয়। প্যান্ডেলের লাইট, মাইক প্রভৃতি ভাঙচুর করে। দীপক মন্ডলের নেতৃত্বে ক্লাবের সদস্যরা বাধা দিলে উভয়ের মধ্য মারামারি লেগে যায়। এই সময় আবুল কালামরা দীপকের দুই বোন সরস্বতী মন্ডল ও মল্লিকা মন্ডলকেও মারধোর করে। জয়দেব হালদার, দেবু দলুই, প্রদীপ মন্ডল, গৌর হালদার দুষ্কৃতিদের মারে কমবেশি আহত হয়। উল্লেখ্য খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির কর্মীরা ঘটনাস্থলে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় মিক্সচার মেশিন (আনুমানিক মূল্য চার হাজার টাকা) ও দীপক মন্ডলের মানিব্যাগটি যাতে তিন হাজার টাকা ছিল ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ক্লাবের পক্ষ থেকে উক্ত অভিযুক্তদের নামে বাসন্তী থানায় একটি কেস দায়ের (জিডি নং ৮২৭/২৭) করা হয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও প্রদীপ মন্ডল, দীপক মন্ডল, সুকুমার হালদার, স্বপন হালদার, দেবু দলুই-এর নামে পাল্টা একটি অভিযোগ থানায় করা হয়েছে। তবে বাসন্তী থানা অভিযোগ নিলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি বলে সূত্র মারফত জানা গেছে।

শ্লীলতাহানির শিকার দুই হিন্দু নাবালিকা

কালীপুজোর দিন রাতে শিবনগর গ্রামের দুই হিন্দু কিশোরী কালীপুজো দেখতে জেলেরহাটের দিকে যাচ্ছিল। ফাঁকা পথে একা পেয়ে দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানি করলো জাহাঙ্গীর মোল্লা (পিতা-জের আলী মোল্লা)। তার বাড়ি বারুইপুর থানার অন্তর্গত ঘোলাতে। ৯ বছর ও ১৩ বছর বয়সের দুই নাবালিকার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং মারধোর করার পরে জাহাঙ্গীরকে বারুইপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত জেলেরহাটা গ্রামে। পথেই তারা নির্যাতনের শিকার হয়। পরে কিশোরীর মা বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। কিন্তু শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী অভিযুক্ত জাহাঙ্গীরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। তাকে থানা থেকেই ছেড়ে দেয় পুলিশ। এমতাবস্থায় মেয়েদের পরিবার হিন্দু সংহতির দ্বারস্থ হওয়ায়, হিন্দু সংহতির কর্মীরা থানায় গিয়ে অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছে।

বিচার-আচার-সংস্কার ও চিন্তার স্বাধীনতা

তপন ঘোষ

ভারতবর্ষ দেশটা বড্ড বড়। বিশাল। আয়তনের দিক থেকে নয় জনসংখ্যায়। গোটা ইউরোপ মহাদেশে ৫০টি দেশ। তাদের মিলিত জনসংখ্যা ৭৪ কোটি। ভারতের জনসংখ্যা এখন ১৩২ কোটি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৩২ কোটি। অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার জনসংখ্যা ১০৬ কোটি যা শুধু ভারতের জনসংখ্যার থেকে ২৬ কোটি কম।

ভারত শুধু জনসংখ্যায় বড় নয়, বৈচিত্রেও বিশাল। বিশ্বের আর কোন দেশে এতগুলো ভাষা নেই, এত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নেই।

এত বিশাল একটা দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা কোন একজন ব্যক্তি বা একটি মাত্র সংস্থা অথবা কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী করতে পারে না। দেশকে পরিচালনা মানে শুধু সরকার পরিচালনা করার কথা বলছি না। দেশের সবরকম ক্ষেত্র পরিচালনা করার কথা বলছি। দেশের অর্থনীতি, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা নীতি, ইত্যাদি তো সরকার পরিচালনা করেই। তা ছাড়াও যদি কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতিও সরকার ভালভাবে পরিচালনা করতে পারে, তারপরেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি কি সরকারের দ্বারা ভালভাবে পরিচালনা করা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। এছাড়াও পরিবারের মূল্যবোধ, পরিবেশ সচেতনতা, ইত্যাদি বহু জিনিস সরকারের আয়ত্বের বাইরে। তাই ভারতের মত এত বড় দেশের সবকিছুকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য বহু মানুষ, বহু সংস্থার প্রয়োজন আছে। ভারতে যুগে যুগে তা হয়েছেও। কিন্তু ভারতের মত দেশে সবথেকে বড় ভূমিকা পালন করেছে ধর্ম।

ধর্ম খুব জটিল জিনিস। ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাকে আরও জটিল করে দিয়েছেন। কিন্তু এই লেখায় সে আলোচনায় যাব না। আজকের বিষয়বস্তু অন্য।

দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়, ধর্মীয় সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বহু মানুষ ব্যক্তিগতভাবেও কাজ করেন। তাদের পৃষ্ঠভূমি আলাদা, তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা, তাদের কর্মপদ্ধতিও আলাদা। তাদের আরও বহুকিছু আলাদা। তাহলেও তাদের মধ্যে কিছু মিল বা সমানতা আছে কি? অথবা থাকার দরকার আছে কি?

আমি মনে করি দরকার আছে। সেকথা আলোচনা করার জন্যই আজকের এই লেখা।

সেই সমানতা খুঁজব সকলের আচার ও বিচারে। আচার ও বিচার সকলের কখনই এক হবে না। তা সত্ত্বেও একটা জিনিস এক বা সমান থাকা দরকার। আগে আসি পার্থক্যের কথায়। উত্তর ভারতে ঘরের ভিতরেও কোন পুরুষ মানুষকে খালি গায়ে দেখা যাবে না। গায়ে ন্যূনতম একটা গেঞ্জি, ফতুয়া থাকবেই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে, তামিলনাড়ু বা কেরলে বাড়ির ভিতরে তো বটেই, এমনকি বাড়ির বাইরেও শিক্ষিত ধনী পরিবারের পুরুষ মানুষকেও খালি গায়ে দেখা যাবে। অর্থাৎ আচরণের তফাৎ হল। কেন হল? অবশ্যই আবহাওয়া বা জলবায়ুর কারণে। একে আমি বলছি আচার। সব জায়গায় এক হবে না। আর বিচার? তাও এক হবে না। ভারতের জনজীবনে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব অতি গভীর। রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের কাছে আদর্শ। আমাদের বাংলায় তো রাম ও রামভক্ত হনুমানের প্রভাব হিন্দি অঞ্চলের থেকে অনেক কম। তা সত্ত্বেও কারো দাদা ও ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিয়ে করা প্রায় অকল্পনীয়। অথচ হরিয়ানাতে তা বেশ স্বাভাবিক। আবার সুদূর পূর্বে অরুণাচল প্রদেশে বিয়ের পর ছেলেরা স্ত্রী'র বাড়িতে গিয়ে থাকে। ওটাই ওখানকার রীতি যা বাংলায় ছেলেদের চরম অপমানজনক মনে হবে।

এই তফাৎ বা পার্থক্যগুলো শুধু আচারের তফাৎ নয়, এর মধ্যে বিচারও তো অনেক তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিচার মানে চিন্তা, চিন্তাপদ্ধতি ও ভালমন্দের নির্ণয় করা। সুতরাং এই বিশাল দেশে আচার ও বিচার—এই দুইয়েরই বহুবিধতা, তফাৎ, পার্থক্য আছে, থাকবে। আবার বহুক্ষেত্রে মানুষের আচার বা আচরণ শুধু বিচার দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। পরম্পরা ও প্রচলিত প্রথা দ্বারাও বহুলাংশে নির্ধারিত হয়। আমি বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, বৈজ্ঞানিককেও দেখেছি প্রচলতি পরম্পরাকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা করা উচিত, কোনটা করা উচিত নয়? পরম্পরা ও পুরাতন প্রথা কতটা পালন করা উচিত, কতটা উচিত নয়? এ প্রশ্নের উত্তর মোটেই সহজ নয়। এবং এই প্রশ্নের উত্তরে একমতে আসা তো আরও কঠিন। আমি সে চেষ্টা করব না। আমি শুধু বলব—আচার, বিচারের পরও আর একটা কথা আছে—সংস্কার। সংস্কার শব্দটার আসল অর্থ ও প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। সংস্কার শব্দের আসল অর্থ হল 'সম্যক কৃতি'। অর্থাৎ সঠিক কাজ। একথা সহজেই বোঝা যায় যে আজ থেকে হাজার বছর আগে যা সঠিক কাজ ছিল আজ তা সঠিক নাও হতে পারে। আজকে তাকে সঠিক করতে হলে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। এই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করাটার নামই সংস্কার। যখন কারো পুরানো বাড়ি সংস্কার করতে হয় তখন এই সংস্কার শব্দটার সঠিক প্রয়োগ হয়। তা বুঝতেও কারো অসুবিধা হয় না। কিন্তু দুঃখের কথা, অন্যক্ষেত্রে সংস্কার শব্দটা ঠিক বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়। আগে মানুষ মাঠে, নদীর ধারে পায়খানা করতে যেত। তার পরবর্তী পর্যায়ে খাটা পায়খানা এই ৫-১০ বছর আগে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। তখন নিয়ম ছিল পায়খানা করে আসলে স্নান করতে হবে, অথবা কোমর পর্যন্ত ভেজাতে হবে অথবা গামছা বা কাপড়টা ধুয়ে দিতে হবে। এখন হয়ে গেছে ঝকঝকে স্যানিটারি পায়খানা। রান্নাঘরের থেকেও বেশি পরিষ্কার। তাও কোথাও কোথাও ওই কাপড় ধোয়ার পুরানো নিয়ম বজায় রেখেছে। কারণ? ওটা বাড়ির সংস্কার। কতবড় ভুল কথা! ওটা আসলে সংস্কার নয়, ওটা সংস্কারের অভাব। অর্থাৎ পরিবর্তনের অভাব। পুরাতন বাড়ি সংস্কারের সময় ভেঙেচুরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন। কিন্তু পুরাতন অভ্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন না করাটাকেই সংস্কার বলছেন। এটা ভুল হচ্ছে না কি?

তাই এই তিনটে নিয়েই ভারতে হবে। বিচার, আচার ও সংস্কার।

কিন্তু এইবার আমাকে একটু উল্টোপথে হাঁটতে হবে, আমি যে কথাটা বোঝাতে চাই তার জন্য। সংস্কারকে আমি পুরানো ও প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করব কারণ এই শব্দটার সঠিক অর্থযুক্ত কোন প্রচলিত বা বোধগম্য শব্দ আমি খুঁজে পাচ্ছি না বলে। অর্থাৎ সংস্কার মানে পুরানো রীতি অভ্যাস—এটাই ব্যবহার করব।

আমার বক্তব্যটা হল, আচার সংস্কারযুক্ত হওয়া দরকার কিন্তু বিচার সংস্কারমুক্ত হওয়া দরকার। আচারেও সংশোধন করতে হবে। সুতরাং পরিবর্তন করতে হবে। করতেই হবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না। একটু ধীরে, একটু রয়ে সয়ে। একটা সহজ কথা মনে রাখুন, Every old is not gold। কিন্তু আবার Every old is not trash also.

পুরাতন প্রাচীন হলেই তা সোনার মত মূল্যবান হয় না। আবার পুরাতন বলেই তা জঞ্জালও হয় না। আপনি চিন্তা করলেন, বিচার করলেন, বিশ্লেষণ করলেন। আপনার মনে হল এই প্রথাটা এই অভ্যাসটা এই রীতিটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে, কাল অনুপযোগী হয়ে গেছে। সুতরাং এটাকে এক্ষুণি বাতিল করে নতুন রীতি অভ্যাস চালু করতে হবে। আপনার চিন্তা সঠিক। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরুন। আরও পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনা করুন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মতামত নিন। উক্ত পরিবর্তনটা সমাজে বা পরিবারে বড় রকমের ঝাঁকুনি দেবে কিনা, সেই ঝাঁকুনি সমাজ সহ্য করতে পারবে কিনা—এ সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে তলিয়ে দেখুন। আলোচনা করুন। তারপর সেই পরিবর্তনের নিদান দিন।

কিন্তু তার আগে যে বিচার করেছেন, চিন্তা করেছেন—সেখানে কোন সংস্কার রাখবেন না। কোন বন্ধন কোন সীমা রাখবেন না। চিন্তাকে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত রাখুন। যতদূর চিন্তা করা যায়, যে কোনভাবে চিন্তা করা যায় করুন। সংকোচ করবেন না, দ্বিধা করবেন না—চিন্তা করুন।

যদি আপনার মনে দুশ্চিন্তা আসে, আচ্ছা সূর্যটা নিভে গেলে কী হবে? পৃথিবীটা সূর্যের অক্ষপথ থেকে ছিটকে গেলে কী হবে? মমতা ব্যানার্জী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে কী হবে? বিজয় মাল্য সন্ন্যাসী হয়ে গেলে কী হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামটা সিকিমের মত ভারতের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে কেমন হয়? সব রোহিঙ্গাগুলোকে মেরে ফেলা উচিত, না উচিত নয়? ইউ এন ও-ভুক্ত দেশগুলিতে কোরানটাকে নিষিদ্ধ করলে কেমন হয়? মুসলমানরা সরকারের সাহায্য ছাড়াই ৯০ শতাংশ মাদ্রাসা চালায়, হিন্দুরা চতুষ্পাঠী, টোল, বেদ বিদ্যালয়, গুরুকূল চালাতে পারে না কেন? আচ্ছা, গরুর তো এঁড়ে আর বকনা (স্ত্রী ও পুরুষ) দু'রকমেরই বাচ্চা হয়। বকনাগুলো তো গাইগরু হয়ে দুধ দেয়, এঁড়েগুলো কী হয়? এখন তো চাষে বলদ লাগে না! বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কাশী ও মথুরার মসজিদকে টার্গেট না করে ভোটে জিতে সরকার গঠনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন? দেওয়ালির বাজি পোড়ানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একপেশে রায়ের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন করা যায় কিনা? মোদীজীকে তাঁর বিবাহিত পত্নীকে প্রধানমন্ত্রী আবাসে নিয়ে আসার জন্য আবেদন করা যায় কিনা? দেশে সমস্ত খেলা ও অ্যাথলেটিক্সের এর উন্নতি করতে ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া যায় কিনা? শ্রীনগরে শ্যামাপ্রসাদের একটা ১০০ ফুট উঁচু স্ট্যাচু নির্মাণ মোদীজী কেন করছেন না? জেহাদী জঙ্গীদের শুয়োরের চামড়া জড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে কেমন হয়? ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সু কি-কে ভারতের অনারারি সিটিজেন মর্যাদা দিলে কেমন হয়? তিন তালাক বন্ধ না করে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের অন্য ধর্মে বিবাহ করা বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা? অবসরপ্রাপ্ত সেনাদেরকে কাশ্মীরে বসানো যায় কিনা? বৃন্দাবনবাসী হিন্দু বিধবাদের পরিবারকে ফাইন করা যায় কিনা? ৩৫ বছর উর্দ্ধ হিন্দু পুরুষরা অবিবাহিত থাকলে তার আয়ের ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া যায় কিনা?

এরকম যে কোন প্রশ্ন বা চিন্তা যদি আপনার মনে আসে, তাহলে সেই চিন্তাকে থামাবেন না। চিন্তা করতে থাকুন। আলোচনা করুন। প্রবন্ধ গল্প, কবিতা লিখুন। যদি দেখেন আরও অনেকে সেটা গ্রহণ করছে, তাহলে উৎসাহ নিয়ে আরও এগিয়ে যান। এইভাবেই একটা সমাজমন বা সামাজিক সহমত (Social consensus) তৈরি হয়। তাতেই সমাজ দেশ এগিয়ে চলে। কিন্তু তাড়াহুড়ো নয়। চিন্তা অবাধ। প্রয়োগ সবাধ।

প্রাচীনপন্থীরা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সংগঠন সংস্কারকে প্রচলিত অর্থে খুব বেশি গুরুত্ব দেন। এত বেশি গুরুত্ব দেন যে সর্বক্ষেত্রেই এটাকে লাগিয়ে দেন। ফলে তাঁরা চিন্তাকেও সংস্কারযুক্ত করতে গিয়ে বন্ধনযুক্ত করে দেন। ফলে এইসব সংস্থার সদস্যদের চিন্তা করার ক্ষমতাটাই কমে যায়। খুব কমে যায়। ফলে এই সংস্থাগুলি নিজেরই অজান্তে ডাইনোসরের মত হয়ে যায় এবং বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। একটা উদাহরণ দিই। হিন্দু মহাসভাকে না হয় গান্ধীহত্যার পর নেহেরু সুপরিকল্পিত ও নির্মমভাবে ধ্বংস করেছে, কিন্তু আর্যসমাজ আজ মৃতপ্রায় কেন? ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইসলামিক ও খ্রীষ্টান আগ্রাসনের মুখে ভারতের হিন্দুরা কি বিপুল পরিমাণে এই আর্য সমাজকে সাহায্য করেছিল! জনবল ও অর্থবল—দুটোরই প্রাচুর্য ছিল আর্যসমাজে। কোন বড় রকমের বাধা বা আঘাত আসেনি এর উপর। শুধু ১৯২৬ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লিতে হত্যা করেছিল আবদুল রশিদ। তখন স্বামীজীর বয়স ৭০ বছর এবং তিনি খুবই অসুস্থ। তাহলে তো পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে সেই বিরাট আর্যসমাজ আজ সমাপ্তপ্রায় কেন? অথচ তার প্রয়োজনীয়তা বা প্রাসঙ্গিকতা তো ফুরায়নি! বরং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুর পর মুসলিম আগ্রাসন আরও তীব্র হয়েছে এবং ২১ বছরের মধ্যে তারা ভারত ভাগ করে ছেড়েছে। অনেকে বলবেন, গান্ধীর সম্মোহন ও বৃটিশ-গান্ধীর গুপ্ত চক্রান্তের ফলে এটা হয়েছে। হতে পারে। কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করতে পারল না কেন আর্যসমাজ? উত্তর ভারতে তো গান্ধীর থেকে আর্যসমাজের প্রভাব বেশি ছিল। তাও পারল না। কারণ, আমার মতে, বুদ্ধি সংস্কারযুক্ত। আর্য সমাজের নেতা কর্মীদের চিন্তা মুক্ত ছিল না। তাঁদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার স্বাধীনতা ছিল না। ফলে অভ্যাস তৈরি হয়নি। ফলে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা তৈরি হয়নি। পরিণাম—ডাইনোসরের মত অবলুপ্তি। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্যসমাজ তার ভূমিকা ও কর্তব্যে কী পরিবর্তন করা দরকার তা তারা চিন্তা করে উঠতে পারেনি। একইরকমের পরিণতি হয়েছিল আমাদের এই বাংলার ব্রাহ্মসমাজের। অনেক মহান ব্যক্তি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আজ তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমি দাবী করি, আমার চিন্তা অনেকটাই স্বাধীন। আমার চিন্তা সঠিক—এ দাবী করি না। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা করার অভ্যাস আমার আছে। আমার আচরণ সংস্কারযুক্ত। কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনা, বুদ্ধি ও বিদ্যা সংস্কারমুক্ত বলেই আমি মনে করি। আমার প্রাণের প্রিয় সংগঠন, যে সংগঠনে আমার প্রায় সারাটা জীবন কেটেছে (১৯৬৫-২০০৭) সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতি আমার নিষ্ঠা ও আনুগত্য অতি গভীর ছিল। কতটা গভীর তা আজকের কার্যকর্তারা বুঝতে পারবেন না। সেইজন্যই সেই সংগঠনের দায়িত্ব ও কার্যভার ছাড়তে আমার এত দেরি হল। কিন্তু ওই গভীর আনুগত্য সত্ত্বেও আমার চিন্তা ও দৃষ্টিকে আমি বদ্ধ হতে দিইনি, মুক্ত রেখেছিলাম। তারই পরিণাম আজকের হিন্দু সংহতি।

আমাদের বিশাল ভারতবর্ষে যারাই সামাজিক কাজ করতে চান তাদেরকে মুক্ত চিন্তার অধিকারী হতে হবে। তাদের চিন্তা ও বুদ্ধি যেন সংস্কারমুক্ত হয়।

আমার সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা থেকে আমাদের হিন্দু ধর্ম ও সমাজের বেশ কিছু পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। ভবিষ্যতে সে বিষয়ে লেখার ইচ্ছা আছে।

কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে হিন্দু সংহতির বস্ত্র বিতরণ

আমতায় বস্ত্র বিতরণ

হাওড়া জেলার আমতা ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রাম। গ্রামের ক্লাব অগ্রগামী ক্লাব বেশ কয়েক বছর ধরে কালীপুজো করে আসছে। ক্লাবের কমবেশি সব সদস্যই হিন্দু সংহতির কর্মী। এই বছর ক্লাবের সদস্যরা সংহতি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যকে পূজা উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানায়। সংহতি সভাপতি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং তিনি ক্লাবের সদস্যদের হিন্দু সংহতির সহায়তায় একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান করতে বলেন। সেইমতো গত ১৯শে অক্টোবর কালীপুজোর দিন গ্রামে পূজা উদ্বোধন ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী ঋদ্ধিমান আর্য, শ্রী সুন্দরগোপাল দাস ও বিশিষ্ট আইনজীবী শান্তনু সিংহ। গ্রামের প্রায় ৫০ জনের হাতে বস্ত্র তুলে দেন হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব।

নদীয়ার কালীগঞ্জে বস্ত্র বিতরণ

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত বানগড়িয়া গ্রামে গত ১৯শে অক্টোবর দীপাবলির দিন বস্ত্র বিতরণ করলো হিন্দু সংহতি। এলাকার নবীন সংঘের কালীপূজা মণ্ডপে এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। এই নবীন সংঘের পূজার সঙ্গে হিন্দু সংহতির কর্মীরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই অনুষ্ঠানে এলাকার আদিবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ১০০ জনকে বস্ত্র দান করা হবে। অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সহ সভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রমুখ কর্মকর্তা দীপক সান্যাল।

বন্ধ হতে চলা কালীপূজা করালো হিন্দু সংহতির কর্মীরা

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত বৈকারা গ্রাম। গ্রামের হিন্দু জনসাধারণ প্রতি বছরের মতো এবছরও কালীপুজোর আয়োজন করেছিল। কিন্তু মুসলিমদের বাধার মুখে এবছরের মা কালীর আরাধনা বন্ধ হতে বসেছিল। এই খবর হিন্দু সংহতির কর্মীদের কানে যেতেই তারা রুখে দাঁড়ায়। হিন্দু সংহতির প্রায় ১৫০ জন কর্মী এলাকার হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী পাঁচু গোপাল মন্ডলের নেতৃত্বে এলাকায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পুজোর মণ্ডপ প্যাণ্ডেল নির্মাণ করায়। তারপর সংহতি কর্মীরা কাছের হরিণঘাটা বাজারে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব হিন্দু দোকান থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে। ফলে এইবছর সুষ্ঠুভাবে কালীপূজা সম্পন্ন হলো। তবে এই পুজাতে গ্রামবাসীরা সংহতি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যকে আমন্ত্রণ জানায়। গত ২০শে অক্টোবর শুক্রবার পূজাতে উপস্থিত হওয়ার পথে বৈকারা গ্রামে ঢোকার মুখে স্থানীয় প্রায় ৩০০ মুসলিম জনতা সংহতি সভাপতির গাড়ি ঘিরে ধরে। দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন হিন্দু সংহতির কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয়। উভয়ের মধ্যে বচসা হয় এবং এতে সুজিত মাইতি একটু আঘাতপ্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, ''যেখানে হিন্দুরা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করে, তাঁরা আমার প্রেরণার উৎস। সেই লড়াইয়ের মাটি আমার কাছে তীর্থভূমি। তাই গিয়েছিলাম তীর্থদর্শনে প্রেরণা নিতে। জেহাদীরা প্রস্তুত ছিল। আশপাশ থেকে জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করছিল। পরাজয়ের গ্লানি। মাইক বাজিয়ে পূজা চলছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওরা তিনশ, আমরা চার। স্থানীয় ছেলেরা নতুন, তাই চাপ নিতে না পারায় দূরে সরে গেছে। অথচ সামনাসামনি গায়ে দেওয়ার সাহস অতগুলো মোল্লার মধ্যে একজনেরও হল না। অনেক হম্বিতম্বি কিন্তু শেষে আক্রমণ হলো পিছন থেকে। যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন। সুজিতদার একটু চোট লেগেছে।''

মহেশতলার আকড়াতে বস্ত্র বিতরণ

জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত আকড়াতে বস্ত্র বিতরণ করলো হিন্দু সংহতি। এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা ছিল স্থানীয় আকড়া অটো ইউনিয়ন। গত ২৯শে অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানে প্রায় একশো জন অভাবী পুরুষ ও মহিলার হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রী ঘোষ উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুজিত মাইতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী সুন্দর গোপাল দাস, শ্রী ঋদ্ধিমান আর্য।

দেগঙ্গাতে বস্ত্র বিতরণ

চরম প্রাকৃতিক দুযোগ উপেক্ষা করে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গাতে গত ২০শে অক্টোবর, শুক্রবার একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান করলো হিন্দু সংহতি। প্রচুর ঝড়বৃষ্টি চলার কারণে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানটি খোলা মঞ্চে করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বাধ্য হয়ে কর্মীরা অনুষ্ঠানটি করার উদ্যোগ নেয় গিলাবাড়িয়া মোড়ের বিদ্যাসাগর ক্লাবে। এই অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে প্রায় ৫০ জন মহিলাকে শাড়ি ও ১৫০ জন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়, কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয় এবং হিন্দু সংহতির আইনি পরামর্শদাতা শ্রী সুন্দরগোপাল দাস মহাশয়।

কালীপূজা উদ্বোধনে হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি

নদীয়া জেলার তেহট্টের বার্ণিয়া গ্রাম। এবছর গ্রামের হিন্দুর বাসিন্দারা প্রথম কালীপুজো শুরু করলো। আর সেই পুজো শুরুর পিছনে এলাকার হিন্দু সংহতির কর্মীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। সেই পুজোর উদ্বোধনের জন্য গ্রামবাসীরা আমন্ত্রণ জানায় হিন্দু সংহতিকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে পুজো উদ্বোধনের জন্যে ওই গ্রামে কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও হিন্দু সংহতির কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুজিত মাইতি। পুজো উদ্বোধনের পর গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রী সুজিত মাইতি।

হাওড়ার আমতায় হিন্দু সংহতির প্রকাশ্য জনসভা

শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংকল্প নিল সাধারণ মানুষ

হিন্দুর ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে হবে। আর নিলামের মাধ্যমে সেই ভোট রাজনৈতিক দলের কাছে বিক্রি করতে হবে। যে রাজনৈতিক দল হিন্দুর স্বার্থ দেখবে, তাদের মর্যাদার মূল্য দেবে—সাধারণ হিন্দুর তাদেরকেই ভোট দেওয়া উচিত। হিন্দুর ভোট ফোকটে পাওয়া যাবে যা, এ সত্য উপলব্ধি হলেই রাজনৈতিক দলগুলো হিন্দুর স্বার্থ-স্বাভিমান রক্ষায় সচেষ্ট হবে। হিন্দু সংহতির নবনিযুক্ত সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য এইভাবেই হিন্দু ঐক্যের ডাক দিলেন।

বেশ কিছুদিন আগেই সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি হাওড়া জেলায় একটি প্রকাশ্য সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক হয় ৫ই নভেম্বর রবিবার, হাওড়ার আমতা অঞ্চলের কলাকতার পীতাম্বর হাইস্কুলের মাঠে এই জনসভা হবে। সেইমতো প্রস্তুতি চলতে থাকে জোরকদমে। হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে এবং মথুর গায়েনের নেতৃত্বে সংহতির কর্মীরা সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদেরকে নেতৃত্ব দেন হিন্দু সংহতির উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে। ১০ নম্বর পোল থেকে কলাতলা পর্যন্ত ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানারে মুড়ে ফেলা হয়। সভার আগেরদিন সুজিত মাইতির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রতিনিধি দল সভার প্রস্তুতি দেখতে যান। ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

সভার দিন দুপুর থেকে হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আমতা কলাতলায় এসে উপস্থিত হতে থাকে। বেলা দুটো নাগাদ সভার প্রধান অতিথি ও বক্তা পূজ্যপাদ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, সংহতি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য, সহসভাপতি এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও দেবদত্ত মাজি, সহ সম্পাদক সুন্দরগোপাল দাস সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সুজিত মাইতি, পীযূষ মন্ডল, সমীর গুহরায়, ঋদ্ধিমান আর্য, সাগর হালদার, রাজীব সিং সভাস্থলে উপস্থিত হন। ঠিক আড়াইটের সময় সমীর গুহরায় 'ওঁ'কার ধ্বনি দিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এর আগে ভারতমাতার ছবিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ ও দেবতনু ভট্টাচার্য্য সভার শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দে মহাশয়।

সভার শুরুতে চিত্তরঞ্জন দে তাঁর ভাষণে হাওড়া জেলার ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। বেলুড় মঠ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন এই হাওড়া জেলায় অবস্থিত। ভুরসুটের হিন্দু রাজাদের কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেই হাওড়া জেলায় জেহাদী কার্যকলাপ দিন দিন বেড়ে চলেছে। এখনই শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে আগামীদিনে হিন্দুদের চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে বলে তিনি জানান। সহসভাপতি দেবদত্ত মাজি বলেন, লড়াই যখন আসন্ন তখন হিন্দু যুবকদের আর ঘরে বসে থাকলে চলবে না। আজ এটাই ধর্ম। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে বলরামের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি জেহাদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তিনজন হিন্দু সংহতি কর্মী নিহত হয়েছে। তাদের আত্মা অতৃপ্ত। তারা আবার বাংলার বুকে জন্ম নেবে, যতদিন না জেহাদি আক্রমণ বাংলার বুক থেকে দূর করা সম্ভব হবে। অপর সহসভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় বলেন, দেশভাগ হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলমানরা তো তাদের পাকিস্তান নিয়ে গেছে। তাই ভারতের উপর তাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু রাজনৈতিক দল ও নেতাদের তোষণের ফলে আজ ভারতের বুকে জেহাদিদের বাড়বাড়ন্ত। তারা আবার দেশটাকে ভাগ করতে চায়। তিনি সমস্ত হিন্দু সমাজকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী তাঁর ভাষণে বলেন, বড় দুর্দিনের মধ্য দিয়ে চলছে আজকের সমাজ। তিনি হিন্দু যুবকদের হুঁশিয়ার করে বলেন, আমাদের দেবদেবীরা সকলেই অস্ত্রধারী। আর আমরা দেবদেবীর কাছ ভক্তি গদ্‌গদ্‌ হয়ে শান্তির জীবন কামনা করছি। জেহাদি আক্রমণ যখন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে, তখন এরূপ ভাবনা বিলাসিতার নামান্তর। তিনি বলেন, যদি রামের পুজো করতে হয় তবে ঘরে তীর-ধনুক রাখতে হবে, মা কালীর পুজো করতে হয় তবে ঘরে খড়্গ রাখতে হবে। শিবের পুজো করতে হলে ত্রিশূল ঘরে রাখতে হবে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হবে, কিন্তু হিন্দুর সমস্যা দূর হবে না। এজন্য তিনি হিন্দুদের সরাসরি আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন।

সংহতি-র সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণের প্রথমেই বলেন, হাওড়া জেলা জিহাদি আক্রমণের শিকার। একবছর আগে ধূলাগড়ের দাওনঘাট, বাঁশতলায় যে ইসলামিক আক্রমণ হয়েছে তার বিরুদ্ধে সকল হিন্দুকে রুখে দাঁড়াতে বলেন। ধূলাগড়ের দুষ্কৃতি আক্রমণ হলে তাদের ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একইসঙ্গে তিনি ইসলামিক সমাজের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। দেবতনুবাবু ও স্বামীজীর বক্তব্য হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

সভায় আসার পথে বাগনানের বাইনানে হিন্দু সংহতির কর্মীদের উপর মুসলমানরা আক্রমণ করে। বাগনানের প্রমুখ কর্মী রাজমোহন মুসলমানদের আক্রমণে আহত হয়। সংহতি সভাপতি এই আক্রমণকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, কাপুরুষের মতো মুসলমানরা আক্রমণ চালিয়েছে আমাদের কর্মীদের উপর। সাহস থাকলে ওরা সামনাসামনি আসুক। বাগনান থানায় দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবীতে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার না করলে হিন্দু সংহতির কর্মীরা নিজেরাই এর প্রতিকার করবে।

হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় শারীরিক কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই সংহতির নবনিযুক্ত সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করেছে।

হিন্দু শিশুকে অপহরণ করে খুন

এক প্রতিবেশীর ২ বছর ১০ মাস বয়সের শিশুকে অপহরণ করে খুন করলো প্রতিবেশী গোলাম মহম্মদ। মৃত শিশুটির নাম অংশু রাম। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার মগরা থানার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে শিশুটির বাবা জিতেন্দ্র রাম জানিয়েছেন যে, গত ২৪শে অক্টোবর, মঙ্গলবার বিকেলে তাদের সন্তান অংশ বাড়ির সামনেই খেলছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে নিখোঁজ হয়ে যায়। তিনি ঐ দিনই মগরা থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার শিশুপুত্রকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে ওই একই এলাকার বাসিন্দা গোলাম মহম্মদকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিসি ৩৬৩ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জেরায় গোলাম মহম্মদ তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। এদিকে অংশু'র মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছটফটে শিশুটির এই মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে এলাকার মানুষ চমকে গিয়েছে। তারা ধৃত গোলাম মহম্মদের কঠিনতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু, গ্রেপ্তার জাল ডাক্তার আমির হোসেন গাজী

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট থানার অন্তর্গত স্বরূপনগর। এলাকায় চেম্বার করতেন প্রেসক্রিপশনে এম.বি.বি.এস. লেখা ডাক্তার আমির হোসেন গাজী। তার বাড়ি বাদুড়িয়া থানার সফিরাবাদ এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা সুমন বৈদ্য (২২) জ্বরে আক্রান্ত হলে তার মা সন্ধ্যা বৈদ্য তাকে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর চিকিৎসক আমির হোসেনের কাছে নিয়ে যান। ওখানে চিকিৎসা করিয়েও সুমনের জ্বর না কমায় তার মা তাকে আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু ডাক্তারবাবু সুমনকে ভালো করে না দেখে ওষুধ দিয়ে বলেন যে সুমন সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সুমনের অবস্থার অবনতি হওয়াতে ১লা অক্টোবর তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে সুমনের মৃত্যু হয়। তার মা সন্ধ্যাদেবী স্বরূপনগর থানায় চিকিৎসক আমির হোসেন গাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে যে ওই চিকিৎসকের ডিগ্রিটি জাল। তিনি কখনও এম.বি.বি.এস. পাশই করেননি। গত ১৭ই অক্টোবর মঙ্গলবার আমির হোসেন গাজীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এলাকাবাসী তার শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ জানায়।

শনি মূর্তি ভাঙচুর, দুষ্কৃতি অধরা

গত ২৬শে অক্টোবর মধ্য রাত্রিতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গোপালনগর থানার থানার তেঘরিয়াপোতা বাজারে শনি মন্দিরের মূর্তির মাথা ভেঙে দিল দুষ্কৃতিরা। সকালে এলাকার লোকজন এই ঘটনা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিলে তিনটি থানা গাইঘাটা, গোপালনগর, বনগাঁর আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এসে তড়িঘড়ি করে মূর্তি বিসর্জন দিয়ে দেয় যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে এবং পুলিশ রয়েছে ঘটনাস্থলে। হিন্দু সংহতির একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

ডায়মন্ডহারবারের গণধর্ষণের মূল অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

ডায়মন্ডহারবারের বাসুলডাঙা গ্রামে ঘরে ঢুকে হিন্দু তপশীলি ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩ মূল অভিযুক্ত। ধৃতদের টিআই প্যারেডের জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। দুই জেলা থেকে তিন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করল ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে দাবি, মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে গত ২৬শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে সেলিম লস্কর, রশিদ লস্কর ও আমিন শেখকে।

ঘটনার সূত্রপাত, ১৯ অক্টোবর রাতে। বাড়িতে ভাইকে নিয়ে একা ছিল সপ্তম শ্রেণির ওই হিন্দু তপশীলি তপশীলি ছাত্রী। দু'জনে ঘুমিয়ে ছিল দুটি ঘরে।

অভিযোগ, হঠাৎ দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে প্রতিবেশী ৩ যুবক সেলিম, রশিদ ও আমিন। কিশোরীর গলায় ধারাল অস্ত্র ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দেয়। তারপর গণধর্ষণ করে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। পরিবারের অভিযোগ ঘটনা জানাজানি হতে স্থানীয় সিপিএম নেতা বিশ্বনাথ হালদার সালিশি সভা বসিয়ে অভিযুক্তদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। পরে ওই সিপিএম নেতা সহ আটজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার। সেই ঘটনাতেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর থেকে মূল অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে এখনও ফেরার অভিযুক্ত সিপিএম নেতা। ধৃতদের টিআই প্যারেডের জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ, হত দুই লস্কর-ই-তোইবা জঙ্গি

জঙ্গি-সেনা সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। গত ২৯শে অক্টোবর, রবিবার সকালে উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার মীর মহল্লা গ্রামের হাজিন এলাকায় জঙ্গি-সেনার গুলির লড়াই শুরু হয়। সংঘর্ষে দুই জঙ্গি আবদুল্লা ও মসিউদ্দিন নিহত হয়েছে। অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের জাহির আব্বাস নামে এক পুলিশ কনস্টেবল শহীদ হয়েছেন।

জম্মু ও কাস্মীর পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, একদল লস্কর-ই-তোইবা জঙ্গির লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে মীর মহল্লা গ্রামের হাজিন এলাকাটি ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী। পরে সেখানে তল্লাশি অভিযঅন শুরু করে তারা। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন একদল জঙ্গি সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় সেনা। শুরু হয় গুলির লড়াই। স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জঙ্গিদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনা। তবে সেনা অভিযান করার সময় ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা সেনা ও পুলিশকে লক্ষ করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। তাতে অভিযান কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

গ্রেফতার নারী পাচারচক্রের মাথা মুসলিমা বিবি

আন্তঃ রাজ্য নারী পাচারকারী চক্রের প্রধান মুসলিমা বিবি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, উত্তরপ্রদেশ জুড়ে মেয়ে পাচারের নেটওয়ার্ক চালায় সে। সে গত একবছরে শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫০-এর বেশি মেয়েকে টোপ দিয়ে দিল্লি ও হরিয়ানার যৌনপল্লীতে বেচে দিয়েছে। গত কয়েকমাস আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকার পাচার হয়ে যাওয়া ছ'টি মেয়েকে দিল্লির নিষিদ্ধপল্লী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন সুন্দরবন জেলার পুলিশ আধিকারিকরা। তখন উদ্ধার হওয়া মেয়েরা পিঙ্কি পান্ডার নাম বলে। এরপর পিঙ্কি পান্ডার খোঁজে তদন্ত শুরু করতেই উঠে আসে মুসলিমা বিবির নাম—যা চমকে দেয় গোয়েন্দাদের। মুসলিমা বিবিই হিন্দু নাম পিঙ্কি পান্ডা নিয়ে গরিব পরিবারের হিন্দু মেয়েদেরকে দিল্লিতে মোটা মাইনের কাজ পাইয়ে দেবার টোপ দিত। আর সেই ফাঁদে পা দিলেই তাদেরকে দিল্লি ও হরিয়ানায় যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দিত। ২০শে অক্টোবর রাতে মুসলিমা বিবিকে দিল্লির অভিজাত এলাকার ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ।

হেরোইনসহ তিনজন, কাশির সিরাপসহ দুইজন গ্রেপ্তার

কয়েক লক্ষ টাকার হেরোইন সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে লালগোলা থানার পুলিশ। গত ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানায় চুয়াপুকুর মোড় থেকে ওই তিনজনকে ধরা হয়। ধৃতদের নাম রিয়াজুদ্দিন শেখ, আবদুস সালাম ও মহম্মদ মৈজুল শেখ। লালগোলা এলাকাতেই ধৃতদের বাড়ি। পুলিশ জানিয়েছে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে তাদের ধরা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ৮৬০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। যার দাম প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে ২০০ বোতল কাশির সিরাপ সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে রানিনগর থানার পুলিশ। ধৃদের নাম মোহাইমিন হক ও জাকিবুল ইসলাম। প্রথমজন শেখপাড়া ও দ্বিতীয়জন কামারপাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, কাশির সিরাপ ভর্তি ব্যাগ নিয়ে ধৃতরা বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে তাদের ধরা হয়েছে।

হিন্দু যুবতীকে অপহরণ

ঘটনাটি আসামের উদারবন্দের। গত ১৯শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার হিন্দু যুবতীকে অপহরণ করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে যায় এক যুবক। ধৃত যুবক রংপুর চতুর্থ খণ্ডের বাসিন্দা মাখনউদ্দিন লস্করের ছেলে রিয়াজুল আহমেদ লস্কর (২৫)। তার বিরুদ্ধে উধারবন্দ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন যুবতীর ভাই, এফ আই অঅর নম্বর ২১৯/১৭। শনিবার ২১শে অক্টোবর ধৃতকে শিলচর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রিয়াজুল আহমেদ শিলচর কালীবাড়ি চরের এক হিন্দু যুবতীকে কালীপুজো দেখানোর নাম করে একটি ভাড়া করা অল্টো গাড়ি নিয়ে বের হয়। সারারাত ঘোরাঘুরি করার পর শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ উধারবন্দ কালীবাড়ি রোডে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় ইয়ং বয়েজ ক্লাবের ছেলেদের নজরে পড়ে যায় গাড়িটি। তারা পিছু ধাওয়া করে কান্দিগ্রামে গাড়িটিকে আটক করে। ভিতরে অচৈতন্য অবস্থায় হিন্দু যুবতীকে পাওয়া যায়। ঘটনার খবর উধারবন্দ থানায় জানালে থানার এসআই আহমেদ হোসেন মজুমদার ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি যুবক যুবতীকে থানায় নিয়ে যান। ২১শে অক্টোবর, শনিবার সকালে যুবতীর ভাই রাজু কর রিয়াজুলের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন।

মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করায় হিন্দু যুবককে হেনস্থা গঙ্গাসাগরে

প্রায় বছর তিনের আগে ২০১৪ সালের ১৪ই আগস্ট গঙ্গাসাগরের বাগবাজার এলাকার বাসিন্দা বিবেকানন্দ বারিক গায়েনবাজারের বাসিন্দা নাসরিন খাতুনকে হিন্দু শাস্ত্রমতে বিয়ে করেন। তারপরে তারা রোজিস্ট্রিও করেন। কিন্তু তারপরেও তারা পুলিশি হেনস্থার সম্মুখীন হয়েছেন বারবার।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা এলাকায়। গত ২৩শে অক্টোবর, সোমবার রাতের অন্ধকারে পুলিশ ওই দম্পতির বাড়িতে গিয়ে তরুণীকে জোর করে থানায় তুলে নিয়ে আসে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, তরুণীর স্বামীকে পুলিশ বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার, ২৪শে অক্টোবর ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ওই মহিলার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। কিন্তু কেন পুলিশি ওই দম্পতিকে এভাবে হেনস্থা করল, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

অভিযোগ, বিয়ের পর নাসরিনের বাবা শেখ নূর মহম্মদ, ডায়মন্ড হারবার থানার বিবেকানন্দর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে তাঁর মেয়েকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন এবং তারপর থেকেই শুরু হয় পুলিশি অত্যাচার। নাসরিনের আইনজীবীর দাবি, গত তিন বছর ধরে পুলিশ কোন তদন্তই করেনি, এই মামলার কোনওরকম চার্জশিট দেয়নি, কোনও নোটিসও দেয়নি। তা সত্ত্বেও কিভাবে রাতের অন্ধকারে তাকে গ্রেফতার করা হল। অন্যদিকে, নাসরিনের পরিবারের তরফ থেকেও ওই দম্পতিকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হতো। সেই কারণে বিয়ের পরেই স্বামী স্ত্রী গুজরাতের সুরাটে চলে যান। সেখানেই সংসার পাতেন। তবে বছরে দু'একবার গঙ্গাসাগরের বাড়ি ফিরতেন ওই দম্পতি। সব ঠিকঠাকই চলছিল, হঠাৎ সোমবার রাতে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায় নাসরিনকে। ওই রাতেই তাঁকে ডায়মন্ড হারবার থানায় স্থানান্তরিত করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। যদিও বিচারকের সামনে সমস্ত নথিপত্র দেখিয়েও গোপন জবানবন্দি দেওয়ার পরে বিচারক নাসরিনকে মুক্তি দেন। বিচারক তাঁর নির্দেশে জানান, নাসরিন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হওয়ায় তিনি নিজের ইচ্ছেতেই বিয়ে করেছেন। আদালতের এই রায়ে খুশি ওই দম্পতি। তাঁরা এবার শান্তিতে সংসার করতে চান বলেও জানিয়েছেন।

অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার সইফুল ইসলাম

গত ২৩শে অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সইফুল ইসলাম। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার বরানগরে। ধৃতের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বলেন, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রাজবাড়ি পাড়া এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কি কারণে ওই যুবক অস্ত্র নিয়ে এসেছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরির কশাড়িয়া এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল সংশ্লিষ্ট তালপাটিঘাট কোস্টাল থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শেখ সাদ্দাম হুসেন। তার বাড়ি খেজুরিরই নিজকসবা গ্রামে। বৃহস্পতিবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আসামের হিন্দু সংহতি কর্মী সন্দীপন দাসের অকালপ্রয়াণ

আসামের শিলচরের ঘুঙঘুর থানা এলাকার মেহেরপুর এলাকার বাসিন্দা হিন্দু সংহতির সক্রিয় কর্মী তরতাজা যুবক সন্দীপন দাস মাত্র ১৯ বছর বয়সে অকালে মারা গেলেন। সে হিন্দু সংহতির সক্রিয় কর্মী ছিল। হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছে সে ছিল তাদের প্রিয় 'স্যান্ডি'। সন্দীপন শিলচর গুরুচরণ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। গত ২৫শে অক্টোবর, বুধবার রাত্রে হঠাৎই সন্দীপন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি তাকে তার বাবা ও স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীরা শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে পরেরদিন সকালে বৃহস্পতিবার, ২৬শেঅক্টোবর তার মৃত্যু হয়। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, সন্দীপন সিভিয়ার জন্ডিস রোগে ভুগছিল। তার বাবা সুবোধবাবু জানিয়েছেন যে তার ছেলের শরীরের লক্ষণ ছিল না। এদিকে সন্দীপনের মৃত্যুতে হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, ''সন্দীপন তুমি একজন যোদ্ধা। তুমি সবসময় আমাদের হৃদয়ে থাকবে। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি।'' সন্দীপনের অকালপ্রয়াণে পুরো আসামের হিন্দু সংহতির কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর শিলচরের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু সংহতি কর্মীরা হাসপাতালে জড়ো হয়। পরে গাড়িতে করে হিন্দু সংহতি কর্মীরা তার বাড়িতে সন্দীপনের দেহ পৌঁছে দেয়।

হিন্দু বান্ধবীর আপত্তিকর ছবি পোস্ট

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন গার্লফ্রেন্ডের ছবি পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে এক যুবক। গত ২০শে অক্টোবর শুক্রবার পুলিশ মহম্মদ আফজলকে হাইলাকান্দি শহর থেকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে একসময় বন্ধুত্ব ছিল। কিছুদিন পর তাঁদের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়। এভাবে কিছুদিন চলার পর যুবকটি তাঁর পূর্ব পরিচিত যুবতীর আপত্তিজনক কিছু ছবি ফেসবুকে আপলোড করে। যুবতীর পরিবারের লোকজন ঘটনাটি জানতে পেরে তাঁরা এ ব্যাপারে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মামলাটি নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে নেমে হাইলাকান্দির পুলিশ অভিযুক্ত যুবকের ভাইকে থানায় ঢেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। অভিযুক্তের ভাইকে ছেড়ে দেওয়ায় চাপ বাড়তে থাকে পুলিশের উপর। এরপর শনিবার অভিযুক্ত যুবক মহম্মদ আফজলকে আইটি অ্যাক্টে গ্রেফতার করে পুলিশ। অবশ্য গ্রেফতারের আগে আফজল হাইলাকান্দির থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেছিল।

ফেসবুক কাণ্ডের ব্যাপারে হাইলাকান্দি সদর থানার ওসি সুরজিৎ চৌধুরী বলেন, ফেসবুকে যুবতীর আপত্তিজনক ফটো আপলোড করার অভিযোগে এই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কখন ছিল !

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বইখাতায় আছে বটে কিন্তু রামু, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় হারিয়ে যায় এসব অনেক কথাই। আদৌ কি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কখনো ছিল? যদি সাম্প্রতিক ইতিহাস দেখি তাহলেই আসলে বোঝা যায়। সাল ১৯৯০। অক্টোবরের শেষ দিকের কথা। হঠাৎ গুজব উঠল যে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙাগ হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে ৩০ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের ২ তারিখ পর্যন্ত চলে তাণ্ডব।

১৯৯২, ৭ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ক্রিকেট ম্যাচ হবার কথা। খেলাও শুরু হল। কিন্তু ৮.১ ওভার খেলা হবার পর বন্ধ করতে হয় খেলা। কারণ স্টেডিয়ামের আশেপাশে তখন প্রায় ৫,০০০ মুসলিম তখন রাস্তায় নেমেছে ধর্মরক্ষার জন্য। সকলের হাতেই লোহার রড ও বাঁশের লাঠি। তাদের আন্দোলনে নামাটা আসলেই অনেক যুক্তিসঙ্গত। কারণ বাবরি মসজিদ এবার আসলেই ভাঙা হয়েছে। সেইদিনই আক্রমণের স্বীকার হয় ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির, ভোলানাথ গিরি আশ্রম সহ অনেক জায়গায়। এইবারের এই তাণ্ডব চলে প্রায় মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রায় ২৮,০০০ হিন্দু ঘরবাড়ি, ২,৭০০ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ৩,৬০০ মনিন্দর ভাঙা হয় সারা দেশে যার সম্মিলিত ক্ষতি হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা। পুরানো ঢাকা, রায়রেবাজার, ভোলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবথেকে বেশি। এছাড়া কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপজেলায় ১৪টি মন্দির সহ ৫১টি হিন্দু ঘরবাড়ি ভাঙা হয়। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, মীরেশ্বরী গ্রাম পুরো পোড়ানো হয়। পঞ্চাননধাম, তুলসীধাম সহ পাঁচটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়। এসবের প্রতিবাদ করে 'লক্ষ্য' বই লেখার জন্যই তো তসলিমা নাসরিনকে তো দেশ ছাড়াই করা হলো। আর ১৯৪৬-এর নোয়াখালি রায়ট, ১৯৫০ এর বরিশাল রায়ট তো বাদই দিলাম।

এই সমস্ত পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার একমাত্র কারণ হরো আমাদের মননটার ইতিহাস দেখানো। এবার আসি রামুর ঘটনায়। বিশদ বিবরণের কোনো প্রয়োজন নেই। সকলেই প্রায় জানি কি ঘটেছিল। সেদিন রামুর বৌদ্ধ বিহারে। একটি ফেসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কাদের প্ররোচনায় বা কাদের মদতে এসব হচ্ছে? প্রশাসন কেন কিছু করতে পারছে না। রামুতে সে সময় যে ওসি ছিলেন ওনার বক্তব্যে উনি বলেছিলেন যে ওনার গায়ে যদি পুলিশের পোষাক না থাকতো তাহলে তিনিও ওই আক্রমণে যোগ দিতেন। যদিও সেই পুলিশ অফিসারকে ক্লোস করা হয়েছিল। বান্দরবনে তাকে আবার ওসি হিসেবেপাঠানো হলো। ২০১৪ সালে দেখলাম সেই লোক আবার একই ধরণের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় উস্কানি দিয়েছে। এই যে পুলিশ বলুন প্রশাসন বলুন সবকিছুর মধ্যে জামাত তাদের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে এইটাও একটা বড় কারণ এইসব প্রতিরোধ করতে না পারার জন্যে। এখন আমাদের উপমহাদেশের মানুষদের একটা বড় সমস্যা হল ধর্মান্ধতা। এটাকে আমি সমস্যাই বলবো। কারণ এই ধর্মান্ধতাই এইসবের মূল কারণ। আর এতে ইন্ধন জোগায় সমাজের স্বার্থলোভী কিছু মানুষ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে ঘটনাটি ঘটল তাও একটা ফেসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র কের। এই ফেসবুক স্ট্যাটাসের বিরুদ্ধে সমাবেশের অনুমতি দিয়েছিল সেখানকার ইউএনও। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে তিনি কিভাবে কোনো তদন্ত ছাড়াই এরকম একটি সমাবেশের অনুমতি দিলেন সেটাই এক বিস্ময়ের ব্যাপার। এসব বিষয়ে আসলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা দরকার এবং শাস্তি দেওয়া দরকার। প্রশাসনের ঠিক কে কে এগুলোর জন্য দায়ী তা বের করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দরকার। কারণ সর্ষের মধ্যই যদি ভূত থাকে তবে এসব কখনোই থামবে না। মওদুদীবাদ নামে একটা টার্ম আছে। কোনো সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, কোনো জঙ্গীবাদী সন্ত্রাস এদের যে রাজনীতি আছে তা ভাবধারা আছে যেটাই বলি না কেনো আমরা সেটাই মওদুদীবাদ। মওদুদীবাদের ভিতর অন্য কোনো ধর্মের কোনো জায়গা নেই। এমনকি যে মুসলমান মউদুদীবাদের সাথে একমত হবে না তাকেও হত্যা করার কথা মউদুদী বলেছে। বাংলাদেশে এসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকতো না যদি না বাহাত্তরের সংবিধান পরিবর্তন করা হত। এইজন্য জেনারেল জিয়াকেই দায়ী করা উচিত। কেননা তিনিই সকল দুষ্কর্মগুলো করে রেখে গেছেন। বাহাত্তরে সংবিধানে তো ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিল। ধর্মের নামে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল, তিনিই তা চালু করলেন। জামাত শিবিরকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করলেন। এটার খেসারত এখন আমাদের দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশে যদি ধর্মের নামে রাজনীতি না চালু হতো তবে আজ এই দিন আমাদের দেখতে হতো না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এই ৩০০ লোকজনের বাড়ি ভাঙতো না। এই ধর্মের রাজনীতির ফলেই মানুষের মনন পরিবর্তন হয়ে মৌলবাদী হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান এই অবস্থা ভবিষ্যতে যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা আসলেই খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। তবুও আশা রাখি বাংলাদেশ একসময় সত্যিকারের অহিংস, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে পরিণত হবে।

(লেখক ঃ সাংবাদিক ও তরুণ লেখক রাজির শর্মা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)

ঢাকায় ২ জেএমবি জঙ্গিকে গ্রেপ্তার

গত ১৮ই অক্টোবর, বুধবার ঢাকার সবুজবাগ ও ওয়ারী এলাকা থেকে জেএমবি-র সারোয়ার তামিম গ্রুপের গিয়াসউদ্দিন (৩৪) ও লিটন (৩৪) নামের জেএমবি'র দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১১ সদস্যরা। গ্রেফতারকৃত গিয়াসউদ্দিন রূপগঞ্জ থানার সন্ত্রাস দমন আইনের মামলার (নং-২৭) পলাতক আসামী ও লিটন বন্দর থানার সন্ত্রাস দমন আইনের মামলার (নং-৬৯) পলাতক আসামী। বৃহস্পতিবার বিকেলে নারায়ণ গঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীতে অবস্থিত র‍্যাব-১১ এর ব্যাটালিয়ান সদর দফতর থকে র‍্যাব-১১ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাকিল আহমেদের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তথ্য জানায়। র‍্যাব প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানায় গিয়াসউদ্দিন ২০১২ সালের মাঝামাঝি জসিমউদ্দিন রাহমানির বাবুর্চি হিসেবে কাজ শুরু করে। এ সময় সে জসিমউদ্দিন রাহমানির উগ্রবাদী বক্তব্য শোনার মধ্য দিয়ে জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধ হয়। আরিফ হোসেনের মাধ্যম সে জেএমবিতে (সারোয়ার-তামীম গ্রুপ) যোগদান করে এবং নতুন সদস্য নিয়োগের কাজ শুরু করে। সে পরবর্তীতে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে রিক্সা চালাতো এবং মাঝে মাঝে ঢাকার বিভিন্ন হোটেলে বাবুর্চির কাজও করত।

এই সকল কাজের অন্তরালে সে জেএমবি-র কাজ করে আসছিল। গ্রেফতারকৃত লিটন ২০১২ সালে জসিমউদ্দিন রাহমানির মসজিদে যাতায়াত শুরু করে এবং জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধ হয়। ২০১৩ সালে জনৈক মুতাসির এর সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়। পরে ২০১৫ সালে মুসতাসিরের মাধ্যমে জেএমবিতে (সারোয়ার-তামীম গ্রুপ) যোগদান করে কাজ শুরু করে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে র‍্যাব জানায়।

মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্ধশতাধিক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

লক্ষ্মীপুর কতসদর উপজেরার নন্দনপুর কাদেরিয়া দাখিল মাদ্রাসার কৃষি শিক্ষক ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে অর্ধশতাধিক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে সম্প্রতি ২৪ জন ছাত্রী মাদ্রাসা সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে। তবে এ ঘটনায় মাদ্রাসা সুপার নিয়মরক্ষার কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েই দায় সেরেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে ছাত্রীদের ধর্ষণের অভিযোগে শনিবার দুপুরে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির এক সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় ওই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামলাতে মাদ্রাসা সুপার মাদ্রাসা ছুটি ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ মাদ্রাসা থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক ইমাম হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নন্দনপুর কাদেরিয়া দাখিল মাদ্রাসায় প্রায় দুই বছর আগে ইমাম হোসেন যোগদান করেন। অভিযুক্ত শিক্ষক নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার খানপুর গ্রামের আবদুল খালেকের ছেলে। তিনি শুরু থেকেই ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ানোর সময় ধর্ষণ এবং ক্লাসে যৌন হয়রানি করতেন।

তার যৌন হয়রানি বিষয়টি ছাত্রীরা একাধিকবার সুপারকে জানালেও তিনি কর্ণপাত করেননি। সম্প্রতি পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির ২৪ জন ছাত্রী লিখিত অভিযোগ করে। পড়ে ইমাম হোসেনকে ১০ অক্টোবর কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন সুপার। এরপর ইমাম হোসেন আত্মগোপনে চলে যান। ১২ অক্টোবর তিনি শোকজের জবাব দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিন ছাত্রী জানায়, শিক্ষক ইমাম হোসেন কৌশলে তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। ওই শিক্ষক তাদের মতো অন্তত ৫০-৬০ জন ছাত্রী সাথে যৌনকর্ম করেছেন। বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাদের ক্ষতি হবে বলে চুপ থাকতে বলেন।

মাদ্রাসা সুপার মো. আতিকুর রহমান বলেন, ইমামের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের লিখিত অভিযোগ পেয়ে দু'বার তাকে শোকজন করা হয়েছে। জবাবে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ওই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শনিবার দুপুরে মাদ্রাসা ছুটি দেওয়া হয়। রবিবার শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ আবুল কাশেম বলেন, বিষয়টি লজ্জাজনক। এ বিষয়ে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভা করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে পুলিশের কাছে সোর্পদ করা হয়েছে।

সদর মডেল থানার ওসি মো. লোকমান হোসনে বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। ছাত্রীদের অভিভাবকরা থানায় এখনো আসেনি। তবে অভিযোগকারী ছাত্রীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে দোষী শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

কুমিল্লাতে কালীপুজোর মণ্ডপে হামলা মুসলিমদের

পুজোমণ্ডপে মোবাইলের মাধ্যমে হিন্দু মেয়েদের ভিডিও রেকর্ডিং করাকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা হামলা চালিয়ে ২টি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। বাংলাদেশের কুমিল্লা উপজেলার অন্তর্গত পীরযাত্রাপুর গ্রামের বর্মন বাড়ির (ঝাড়-বাড়ির) কালীপুজোর মণ্ডপে এই ঘটনা ঘটে ২২ অএক্টাবর রবিবার দুপুরে। জানা যায়, জেলার বুড়িচং উপজেলার পীরযাত্রাপুর ঝাড়বাড়িতে কালীপুজো চলাকালীন হিন্দু মেয়েদের নাচ-গান এন্ড্রয়েড মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিও তোলাকে কেন্দ্র করে পূর্বের বিরোধের জের ধরি রবিবার সকালে ঝাড়বাড়ির প্রবাসী অপু সহ ৩-৪ জন হিন্দু যুবককে গোবিন্দপুর বাজার সংলগ্ন ব্রীজের উপর পথরোধ করে তাদেরকে মারধোর করে আহত করে রবিউল ও তার সঙ্গীরা এবং পুনরায় রবিউলের নেতৃত্বে ৫-৭ জন যুবক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওই হিন্দু বাড়ির মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করে। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন এবং বুড়িচং থানার ওসি মনোজ কুমার দে, ওসি নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রবিবার হরেন্দ্র চন্দর বর্মনের ছেড়ে ওমান প্রবাসী অপু বর্মন (৩০) জেলার হোমনা উপজেলার তার বন্ধুর বাড়িতে টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় সকাল ১১টায় স্থানীয় গোবিন্দপুর গোমতী নদীর ব্রীজের উপর তার তিন বন্ধুকে রবিউল ও তার সঙ্গী ৪/৫ জন মিলে পথরোধ করে মারধোর করে আহত করে। রমেশ বর্মন, অপু বর্মন ও শিপন বর্মন বলেন, তাদের সঙ্গে থাকা টাকা মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন অপু বর্মন ও রমেশ বর্মনকে উদ্ধার করে বুড়িচং উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। দুপুর ১২টার দিকে ওই যুবকরা মিলে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি দিয়ে কালীমন্দিরে হামলা চালিয়ে দুটি প্রতিমা ভাঙচুর করে।

এ ব্যাপারে বুড়িচং থানার অফিসার ইনচার্জ মনোজ কুমার দে বলেন, ''খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি এবং এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকা সকলকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।'' এই রিপোর্ট লেখার আগে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তার সত্যতা নিশ্চিত করেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন চলছে বলে ওসি মনোজ কুমার দে জানান।

৬ রোহিঙ্গা মুসলিমকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করল বিএসএফ

মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের কারণে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া ৬ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছে সীমান্তবর্তী বাহিনী বিএসএফ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটককৃতরা হলেন, আব্দুল গনি (৩৫), তার স্ত্রী সালমা খাতুন (৩০), তাদের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (১০), সাইফুল ইসলাম (৩), মেয়ে নূর কলিমা (৬), তছলিমা খাতুন (১০ মাস)। আটকরা বর্তমানে মুজিবনগর থানার হেফাজতে রয়েছে।

পুলিশ জানায় ভোররাতে আটক রোহিঙ্গারা সীমান্ত পেরিয়ে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থান নেয়। তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতরা পুলিশকে জানায়, সাত মাস আগে মায়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতের পাঞ্জাবে চলে আসে পরে তাদের ভারতীয় পুলিশ আটক করে সীমান্তে নিয়ে আসে। ভোররাতে বিএসএফ গেট খুলে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার সিরাজুল ইসলাম বলেন, ভারত থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পুশব্যাকের বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। বিষয়টি খোঁজ দিয়ে দেখছি। এ ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

১ম পাতার শেষাংশ

লন্ডনে হাউস অব্ কমন্সে তপন ঘোষ

তৈরির কারখানা মাদ্রাসার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, ''যদি কোনো ৫-৬ বছর বয়সের বালক বা বালিকাকে মাদ্রাসায় জিহাদ শেখানো হয়, তাহলে সে একদিন নিজেকে উড়িয়ে দেবে না কি?'' এই ভাষণে তপন ঘোষের যে কথাটি ইংলন্ডের মিডিয়া বা রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে তা হল, তিনি শ্রোতাদের কাছে আহ্বান জানান, ''ইউরোপের সমস্ত সাধারণ মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারের উপর ও সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের উপর চাপ দিকে যে সৌদি আরব যেন ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে মাদ্রাসার জন্য টাকা পাঠানো বন্ধ করে। কারণ, এই মাদ্রাসাতেই ধর্মান্ধতার পাঠ দেওয়া হয় ও জঙ্গি তৈরি হয়।'' তিনি আরো বলেন যে তাঁর সংগঠন হিন্দু সংহতি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ডিফেন্স ফোর্স তৈরির কাজে হাত দিয়েছে, কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কাশ্মীরের মতো হতে দিতে চাই না। হিন্দু সংহতি বাংলায় প্রতিরোধ মানসিকতার জন্ম দিতে চায়। তিনি প্রতিরোধ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলেন, ''বাংলার হিন্দুর পায়ের তলার মাটি, মা-বোনের ইজ্জত, মঠ-মন্দির বাঁচানোর জন্যে আজ লড়াইয়ের প্রয়োজন। অনেকেই বলেন যে হিন্দু লড়াই করতে পারে না। আমি এই ধারণায় বিশ্বাসী নই। আমি বিশ্বাস করি যে হিন্দু কোনোদিন লড়াইতে হারে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনগ্রসর শ্রেণীর যারা তারা যথেষ্ট লড়াকু। আমাদের কর্তব্য তাদেরকে সম্মান করা, তারা যে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য তা তাদেরকে দেওয়া।'' তিনি শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেন যে হিন্দু সংহতি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে রাজনীতি করে হিন্দুর ভালো করা যাবে না। তারপর তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

পার্লামেন্টের এই অনুষ্ঠানের আর এস এস-এর গ্রেট বৃটেনের প্রধান প্রচারক চন্দ্রকান্ত শর্মা এবং আরও কয়েকজন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। তপন ঘোষের মোট ১২ দিনের ইংল্যান্ড সফরে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভাষণ ছাড়াও তিনি আরও অনেক স্থান ভ্রমণ করেছেন। লন্ডনের জালারাম মন্দিরে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে লর্ড বোর্ণের সামনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হয়েছে। বিখ্যাত স্বামীনারায়ণ মন্দিরে দেওয়ালী অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রধান মহন্ত স্বামী মহারাজ তপন ঘোষকে আশীর্বাদ করেন ও হিন্দু সংহতির কাজ সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করা হয়। এছাড়া ইসকন মন্দিরে দেওয়ালী উদ্‌যাপনের বিশাল কার্যক্রমে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে রামায়ণ অভিনয় হয় এবং বিশাল আকারে বাজি পোড়ানো হয়। ইসকনের এই মন্দির বিখ্যাত বীটল গায়ক জর্জ হ্যারিসনের বাড়িতে অবস্থিত। সংলগ্ন কয়েকশো একর জমি বর্তমানে এই মন্দিরের সম্পত্তি। সেখানে সুন্দর একটি গোশালা আছে। এসবই তপন ঘোষ পরিদর্শন করেন এবং ইসকনের কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হয়। বার্মিংহামে গিয়ে তিনি শিখ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা সর্দার মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং শিখ মেয়েরা যে মুসলিমদের দ্বারা যৌন শোষণের শিকার হচ্ছে, ইংলন্ডে একে বলে গ্রুমিং, সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়া ওখানে একজন বিখ্যাত জেহাদ বিরোধী নেতা টমি রবিনসন ও তাঁর দুই সহযোগী এসে তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। দু'জনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এই সফরে তিনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করেন।

গত ২৬ অক্টোবর তিনি কলকাতার মাটিতে পা রাখেন। নেতাজী সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হিন্দু সংহতির বর্তমান সভাপতিসহ হাজার হাজার কর্মী তাঁকে বিপুল সংবর্ধনায় ভূষিত করেন।

রায়গঞ্জে সংহতি কর্মী জেল থেকে মুক্ত

১০ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে পুলিশের কাছে আটক হিন্দু সংহতির যোদ্ধা, রাড়িয়ার বাসিন্দা বিনয় রায় এবং মালঞ্চ নিবাসী বাবলু বর্মণ আদালত থেকে জামিন পেল। তাদেরকে আনতে আশপাশের এলাকা থেকে শতাধিক হিন্দু সংহতি কর্মী উপস্থিত হয়েছিল জেলের বাইরে। হিন্দু সংহতি কর্মীরা ছাড়া পাওয়ার পরে তাদেরকে ফুলের মালা পরিয়ে বীরোচিত সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করে নেয় হিন্দু সংহতির অন্যান্য যোদ্ধাগণ, তারপর তাদেরকে নিয়ে মিছিল করে সংহতি কর্মীরা তাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এই সংহতি কর্মীরা কিছুদিন আগে রায়গঞ্জ ও আশেপাশের এলাকাতে ঈদের দিনের মন্দিরের সামনে গরুর রক্ত ফেলাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া দাঙ্গাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। হিন্দু সংহতি প্রথম থেকেই এই গ্রেপ্তার হওয়া কর্মীদের পরিবারের পাশে ছিল।

শ্যামবাজারে বিরিয়ানিতে গো-মাংস

শ্যামবাজারের ১৮এ, আর.জি.কর রোড, কল-৪ এর বিরিয়ানির দোকান হাজিদা বিরিয়ানি। বিরিয়ানি প্রেমী হিন্দুদের কাছে এই দোকানের মাটন বিরিয়ানি খুব বিখ্যাত। কিন্তু ওই দোকানের বিরিয়ানিতে মটন বলে গরুর মাংস মেশানোর সময় একজন ক্রেতার নজরে পড়ে। তিনি পুরো ঘটনা উল্টোডাঙ্গা পুলিশ স্টেশনে লিখিতভাবে জানান। পুলিশ ওই দিন রাতেই দোকানের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করে এবং দোকানটি বন্ধ করে দেয়। তবে দোকান মালিক পলাতক।

আক্রমণে জখম বিএসএফ জওয়ান

গত ১২ই অক্টোবর রাতে তুফানগঞ্জে দুষ্কৃতিদের হামলায় গুরুতর জখন হয়েছেন বিএসএফের হেড কনস্টেবল রামচরণ সিং। তিনি কোচবিহার এমজেএন হাসপাতলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি তুফানগঞ্জের বালাভূতের ঝাউকুঠিতে গোয়েন্দা বিভাগে কর্তব্যরত ছিলেন। ঐদিন রাত ৮টা নাগাদ সীমান্ত থেকে সাইকেলে করে ক্যাম্পে ফিরছিলেন। রাস্তায় দুষ্কৃতিরা তাকে আক্রমণ করে প্রচণ্ড মারধোর করে। খবর পেয়ে অন্যান্য জওয়ানরা তাঁকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে রেফার করা হয়। দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। ওই ঘটনায় তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানিয়েছে বিএসএফ।

আলিপুরদুয়ারে উদ্ধার আদিবাসী যুবতী

বেশিরভাগ চা বাগানই বন্ধ। কাজ নেই, বাড়িতে অভাব। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আদিবাসী পরিবারের মেয়েদেরকে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে ভারতের অন্য রাজ্যের যৌনপল্লীতে. রীতিমতো দলবেঁধে পাচারকারীরা ঘাঁটি গেড়েছে চা বাগানগুলিতে। কালচিনি থানার পুলিশ ১৪ই অক্টোবর, সকালে হাসিমারা থেকে এই রকমই দুই আদিবাসী যুবতীকে উদ্ধার করে। নারীপাচারের অভিযোগে এদিনই পুলিশ এক মহিলাকে আটক করে এবং এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। কালচিনি থানার ওসি লাকপা লামা বলেন, কালচিনির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে চা বাগানের দুই যুবতীকে এদিন হাসিমারা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেন নামে নারীপাচার চক্রের এক পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত এক মহিলা এজেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর দুই যুবতীকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দুই যুবতীর বাড়ি কালচিনি ভাতখাওয়া চা বাগানে।

হিন্দুবীর দয়াল বর্মনকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনলো হিন্দু সংহতি

যারা হিন্দুর স্বার্থে জিহাদি শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে, হিন্দু সংহতি জন্মলগ্ন থেকেই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এবারও তার অন্যথা হলো না। রায়গঞ্জের হিন্দু সংহতির কর্মী দয়াল বর্মনকে হিন্দু সংহতি জেল থেকে ছাড়িয়ে আনলো গত ১২ই অক্টোবর। দয়াল বর্মন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভটোসা গ্রামের বাসিন্দা। গত দুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর দিন গ্রামের দুর্গামণ্ডপে অঞ্জলি হচ্ছিল। কিন্তু তখন গ্রামের মসজিদে আজানও চলছিল জোরকদমে। অনেকেই মুসলিমদের অনুরোধ করেন মাইকের আজানটা অঞ্জলির সময় বন্ধ রাখার জন্য। কিন্তু তারা সেকথা শোনেনি। তখন গ্রামের বীর যুবক দয়াল বর্মন একাই মসজিদে উঠে মাইক খুলে নামিয়ে নেন। মহাঅষ্টমীর অঞ্জলিও শেষ হয় নির্বিঘ্নে। কিন্তু মসজিদের পক্ষ থেকে দয়ালের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওইদিনই পুলিশ দয়ালকে গ্রেপ্তার করে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দয়ালকে মালা দিয়ে বরণ করে নেয় হিন্দু সংহতি কর্মীরা।

আসামের মাজুলিতে মুসলিম অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার, রোহিঙ্গা বলে সন্দেহ

অবৈধ বাংলাদেশির আগ্রাসন থেকে বাদ পড়েনি মাজুলি। এখানে দলে দলে আসছে বাংলাদেশি মুসলমান। কোলে ছোট ছোট শিশু নিয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক মহিলা-পুরুষ মাজুলিতে এসেছে। গত ২২শে অক্টোবর বিকেলে বাংলাদেশি ওই দলকে মাজুলির ফুলনি চারালিতে দেখে চোখ ছানাবড়া স্থানীয় জনসাধারণের। কেউ কেউ এদের রোহিঙ্গা মুসলিম বলে মনে করে আঁতকে ওঠেন। মাজুলি মহকুমা ছাত্র সংস্থার নেতৃত্বে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় সন্দেহভাজন পুরুষ-মহিলা এবং ছোট ছোট শিশু, বালক-বালিকাদের ধরে মাজুলব জেংরাইমুখ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে মাজুলিতে।

সূত্রের খবর, এরা বরপেটা জেলার কোথাও দীর্ঘদিন গোপনে ছিল। এবার দিগবিদিগশূন্য হয়ে এইসব বাংলাদেশি মধ্য অসম পার হয়ে উজানের লখিমপুর জেলা হয়ে মাজুলিতে দলে দলে আসছে। লক্ষণীয়, এদের কেউ অসমিয়া ভাষা বোঝে না। সাংবাদিক বা পুলিশের অসমিয়ায় ভাষায় কোনও জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারছে না তারা। এমতাবস্থায় এদের নিয়ে ফাঁপরে পড়েছে মাজুলির পুলিশ প্রশাসন।

নারীপাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত পুলিশকর্মী

নারী পাচারকারী কালাম তরফদারকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তার প্রতিবেশী ও সঙ্গীদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন পুলিশকর্মীরা। ঘটনাটি গত ১৪ই অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোপালনগর থানার অন্তর্গত গঙ্গানন্দপুর পঞ্চায়েতের মাঝডোবা গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এক মহিলা এএসআই সহ দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। গত ১২ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ গোলাম মোস্তাফা নামের এক নারী পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। তার সহযোগী কালাম তরফদারকে ধরতে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ গোপালনগর থানার পুলিশকে নিয়ে ওই গ্রামে যায়। তখনই আক্রান্ত হয় পুলিশ। বলাইবাহুল্য, পুলিশকে আক্রমণকারীর সকলেই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686